রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

ঋণওঅবি-১ সার্কুলার নং-১০/২০২০ তারিখ: ১৩.০৯.২০২০

বিষয়: কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) খাতে অর্থায়ন বিষয়ক নীতিমালা ও নিয়মাচার।

বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি এন্টারপ্রাইজের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমঘন এ খাতটি জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDGs) বিশেষত দারিদ্র্যশুন্য সমাজ, নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম। বর্তমান সরকার এসএমই উন্নয়নকে শিল্পায়নের চালিকা শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এ খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সরকারি বিশেষায়িত ব্যাংক হিসেবে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষি উৎপাদনসহ কৃষিভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের উদ্যোক্তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়ন করে আসছে। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে পিছিয়ে পড়া নারী/পুরুষ এবং সহায়ক জামানত প্রদানে অসমর্থ আত্মপ্রত্যয়ী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন আয় উৎসারী কর্মকান্ডে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সাবলম্বী করে তোলার সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমান বাস্তব প্রেক্ষাপটে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অনুকূলে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের বিদ্যমান সিলিং বৃদ্ধির আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। এতদপ্রেক্ষিতে গত ২৫.০৮.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত রাকাব, পরিচালনা পর্ষদের ৫১৮তম সভার অনুমোদনের আলোকে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ কর্তৃক ১৯.১১.২০১৯ তারিখে জারীকৃত ঋওঅবি-১ সার্কুলার নং-৬/২০১৯ বাতিলপূর্বক কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) অর্থায়ন সংক্রান্ত নিম্নরূপ ঋণ নীতিমালা জারী করা হলো:

১। সংজ্ঞা

১.১ উৎপাদনশীল শিল্প: পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংযোজন এবং পরবর্তীতে উৎপাদিত পণ্যের পুনঃসামঞ্জস্যকরণ ও প্রক্রিয়াকরণ সংক্রান্ত সকল প্রকার কর্মকান্ডই উৎপাদনশীল (ম্যানুফ্যাকচারিং) শিল্প হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.২ সেবা শিল্প: যন্ত্রপাতি কিংবা স্থায়ী সম্পদ বা মেধাসম্পদের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের মাধ্যমে যে সকল সহায়ক উপযোগ সৃষ্টিকারী কর্ম সম্পাদিত হয় সেগুলি সেবা (সার্ভিস) শিল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উল্লেখিত সেবা শিল্পের তালিকা (সংযোজনী-১) এ সার্কুলারের সাথে সংযুক্ত করা হলো।

১.৩ ব্যবসা উদ্যোগ: পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত সকল কর্মকান্ড ব্যবসা (ট্রেডিং) উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৪ নারী উদ্যোগ/উদ্যোক্তা: যদি কোন নারী ব্যক্তি মালিকানাধীন বা প্রোপ্রাইটরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারী বা প্রোপ্রাইটর হন কিংবা 'অংশীদারী প্রতিষ্ঠান' বা 'রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস' এ নিবন্ধিত প্রাইভেট কোম্পানীর পরিচালক বা শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে অন্যূন ৫১% (শতকরা একান্ন ভাগ) অংশের মালিক হন তাহলে তিনি/তারা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিগণিত হবেন এবং ঐ উদ্যোগটি নারী উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১.৫ নতুন উদ্যোক্তা: যারা পূর্বে ব্যবসায়িক কাজে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন অর্থায়ন/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করেননি, তারাই কেবলমাত্র নতুন উদ্যোক্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন। এক্ষেত্রে, ঋণ আবেদন গ্রহণকারী শাখা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট যাচাই করে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১.৬ অগ্রাধিকার খাত: জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ বর্ণিত অগ্রাধিকার খাতসমূহ (সংযোজনী-২) সিএমএসএমই অর্থায়নে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচিত হবে।

(চলমান পাতা-২)

২। সিএমএসএমই (CMSME): কুটির (Cottage), মাইক্রো (Micro), ক্ষুদ্র (Small) ও মাঝারি (Medium) উদ্যোগ।

২.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর ০৫.০৯.২০১৯ তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২ এ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগকে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে:

শিল্প উদ্যোগের ধরণ	উপখাত	শিল্প উদ্যোগের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড	
		জমি এবং কারখানা ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/কর্মরত জনবলের সংখ্যা
কুটির শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	পারিবারিক সদস্যসহ অন্যান্য সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে তবে ১৫ জনের অধিক নয়
মাইক্রো শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ৭৫ লক্ষ টাকার নিচে	১৬ থেকে ৩০ জন বা তার চেয়ে কম
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন
ক্ষুদ্র শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	৭৫ লক্ষ টাকা থেকে ১৫ কোটি টাকার নিচে	৩১ থেকে ১২০ জন
	সেবা শিল্প	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকার নিচে	১৬ থেকে ৫০ জন
মাঝারি শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৫০ কোটি টাকার বেশি নয়	১২১ থেকে ৩০০ জন; তবে তৈরি পোশাক শিল্প/শ্রমঘন শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০০০ জন
	সেবা শিল্প	২ কোটি টাকা থেকে ৩০ কোটি টাকা	৫১ থেকে ১২০ জন

২.২ উল্লেখ্য, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণ ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসা উদ্যোগে প্রদত্ত ঋণকে সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে প্রদর্শন করা যাবে না। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর ০৫.০৯.২০১৯ তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২ মোতাবেক মাইক্রো ও ক্ষুদ্র ব্যবসা উদ্যোগ এর সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

ব্যবসা উদ্যোগের ধরণ	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড		
	জমি এবং ভবন ব্যতিরেকে প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী সম্পদের মূল্য	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত/ কর্মরত জনবলের সংখ্যা	ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের টার্নওভার/ বার্ষিক লেনদেন এর পরিমাণ
মাইক্রো উদ্যোগ	১০ লক্ষ টাকার নিচে	সর্বোচ্চ ১৫ জন	সর্বোচ্চ ২ কোটি টাকা
ক্ষুদ্র উদ্যোগ	১০ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা	১৬ থেকে ৫০ জন	২ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার বেশি নয়

২.৩ গ্রুপ অব কোম্পানীজ এর অধীন কোন প্রতিষ্ঠান এককভাবে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট গ্রুপকে এ সার্কুলারের ২.১ ও ২.২ অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ডের ভিত্তিতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। গ্রুপের সংজ্ঞা নির্ধারণে ব্যাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

২.৪ কোন একটি মানদন্ডের ভিত্তিতে একটি উদ্যোগ নিম্নতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হলেও অন্য একটি মানদন্ডে সেটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট উদ্যোগটি উচ্চতর ধাপের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

২.৫ উপর্যুক্ত ২.১ ও ২.২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদত্ত যে কোন ধরণের ঋণ সিএমএসএমই ঋণ হিসেবে গণ্য হবে।

(চলমান পাতা-৩)

২.৬ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (সিএমএসএমই) এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ঋণসীমা নিম্নরূপ:

ঋণসীমা	কুটির উদ্যোগ	মাইক্রো উদ্যোগ			ক্ষুদ্র উদ্যোগ			মাঝারি উদ্যোগ	
	উৎপাদনশীল শিল্প	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প	ব্যবসা উদ্যোগ	উৎপাদনশীল শিল্প	সেবা শিল্প
সর্বোচ্চ ঋণসীমা*	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	৫০ লক্ষ টাকা	২০ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৭৫ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা

*একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি সিএমএসএমই উদ্যোগের অনুকূলে সামগ্রিকভাবে প্রদত্ত ফান্ডেড ঋণ সুবিধার মোট পরিমাণ কোনক্রমেই ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না। ঋণ আবেদন গ্রহণকারী শাখা সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সিআইবি রিপোর্ট যাচাই করে বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

৩। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এর অনুকূলে প্রদেয় খাতভিত্তিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ও তার বিভাজন:

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট এর ০৫.০৯.২০১৯ তারিখের এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-২ মোতাবেক প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ কার্যদিবসের মধ্যে পূর্ববর্তী বছরের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির (মোট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি - মোট শ্রেণীকৃত ঋণ স্থিতি) ভিত্তিতে সিএমএএমই ঋণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনপূর্বক এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টকে অবহিত করতে হবে। ব্যাংকের নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির মধ্যে সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ প্রতিবছর কমপক্ষে ১% বৃদ্ধিসহ আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে অন্যূন ২৫% এ উন্নীত করতে হবে।

২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার নির্ধারিত হার হবে নিম্নরূপ:

বিষয়াবলী	২০২৪ সাল অন্তে অর্জিত লক্ষ্যমাত্রার হার
▪ সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতি	নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ২৫%
▪ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ৫০%
▪ নারী উদ্যোগে নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির পরিমাণ	সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির ১৫%
▪ সিএমএসএমই নীট ঋণ ও অগ্রিম স্থিতির খাতভিত্তিক বিভাজন	উৎপাদনশীল শিল্পে অন্যূন ৪০%, সেবা শিল্প অন্যূন ২৫% এবং ব্যবসা খাতে সর্বোচ্চ ৩৫%

৪। সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশনাবলী:

৪.১ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের অর্থায়নে পৃথক ব্যবসায়িক কৌশল প্রণয়নপূর্বক গ্রাহকদের চাহিদা ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক খাতের প্রকৃতি অনুযায়ী ঋণ ও আমানতের উদ্ভাবনীমূলক পণ্য উন্নয়ন ও বিপণন করতে হবে। সিএমএসএমই কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সিএমএসএমই অর্থায়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.২ কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় এক বা একাধিক পণ্য বা সেবাকে কেন্দ্র করে ক্লাস্টার ও ভ্যালু চেইন ভিত্তিক শিল্প উদ্যোগে বিনিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

৪.৩ নিজস্ব সক্ষমতার মাধ্যমে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত 'এজেন্ট ব্যাংকিং' নীতিমালার আওতায় অনুমোদন প্রাপ্ত এজেন্টদের সহায়তা গ্রহণ করে সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়াও তথ্য প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সহায়তায় ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটির (MRA) অনুমোদন প্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের (MFI) সাথে লিংকেজের মাধ্যমে কুটির ও মাইক্রো উদ্যেগে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণের সকল দায়িত্ব ব্যাংকের উপর বর্তাবে এবং উক্ত ঋণ গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণের পরই তা কেবলমাত্র কুটির ও মাইক্রো উদ্যোগ ঋণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.৪ প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয়, জোনাল কার্যালয় এবং শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্সে সিএমএসএমই ঋণ পৃথকভাবে প্রদর্শন করতে হবে।

(চলমান পাতা-৪)

৫। ঋণ আবেদন ও মঞ্জুরি প্রক্রিয়া:

৫.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক এসএমই ঋণের জন্য অভিন্ন আবেদনপত্র চালু করা হয়েছে (সংযোজনী-৩)। সিএমএসএমই খাতে বিশেষত কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র খাতের উদ্যোক্তাগণের ঋণ/বিনিয়োগ হিসাব খোলার জন্য নমুনা অনুযায়ী বাংলা ভাষায় প্রণীত এ আবেদনপত্র ব্যবহার করতে হবে।

৫.২ শাখা পর্যায়ে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে ঋণ আবেদনপত্র পূরণে সহায়তা করবে এবং আবেদনপত্র প্রাপ্তির রশিদ প্রদান করবে। পূর্ণ ঋণ আবেদন প্রাপ্তির ১০ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানকরতঃ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোগে অর্থায়নে ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরির পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণ করতে হবে।

৫.৩ কোন ঋণ আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে তা পুনঃবিবেচনার জন্য ব্যাংকের যে পর্যায়ে ঋণের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হবে তার পরবর্তী উচ্চ ধাপের নিকট আবেদনকারী আবেদন দাখিল করতে পারবেন। তবে ঋণ আবেদন চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখাত হলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লিখিতভাবে আবেদন প্রত্যাখ্যানের কারণ আবেদনকারীকে অবহিত করতে হবে।

৫.৪ শাখা/জোন/বিভাগীয়/প্রধান কার্যালয় সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করবে। উক্ত তথ্য ভান্ডারে ঋণ আবেদন প্রাপ্তি, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের তারিখ এবং ঋণ আবেদন প্রত্যাখাত হলে তার কারণ ও তারিখ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৬। সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান:

সিএমএসএমই ঋণের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগে উদ্যোক্তাদের ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগত/সামাজিক/গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে পুরুষ উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে সতর্কতার সাথে ঋণ ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক জামানত বিষয়ে ব্যক্তিগত/সামাজিক/গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। ক্ষেত্র বিশেষে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক পূর্বে গৃহিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের মূল্যায়ন (Credit history/Performance) এর বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করা যাবে। সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে:

ক. সিএমএসএমই খাতে ব্যাংকের প্রচলিত ঋণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উদ্যোক্তাগণ যথাযথ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন।

খ. ব্যবসা/পেশার ধরণ, উপযোগিতা এবং চাহিদার ভিত্তিতে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে ঋণের খাত নির্ধারণ করতে হবে। শাখা/জোন কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তপূর্বক গ্রাহকের সক্ষমতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এ ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখা ব্যবস্থাপক/জোনাল ব্যবস্থাপকগণ নিম্নবর্ণিত ধাপে ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগপূর্বক এ ঋণ মঞ্জুর করবেন:

- ইউনিয়ন শাখা ব্যবস্থাপক : ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।
- উপজেলা/পৌরসভা শাখা ব্যবস্থাপক : ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত।
- জেলা শাখা ব্যবস্থাপক : ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা পর্যন্ত।
- জোনাল ব্যবস্থাপক : শাখা ব্যবস্থাপকের ক্ষমতার উর্ধ্বে ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত।
- ব্যবস্থাপক, স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী : ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত।

গ. ঋণাংকের ১.৫০ গুন আবৃত করে ঋণের প্রতিটি কিস্তির জন্য ভবিষ্যতে নগদায়নযোগ্য কিস্তির সংখ্যানুযায়ী অগ্রিম তারিখ সম্বলিত চেক এবং সুদসহ সম্পূর্ণ ঋণসীমার জন্য একটি তারিখবিহীন তফসিলী ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে। ফাঁকা চেক গ্রহণ করা যাবে না। ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে Memorandum of Deposit of Cheque (সংযোজনী-১৩) গ্রহণ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৫)

৬.১ ব্যক্তিগত গ্যারান্টি:

ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহিতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহিত ঋণের আদায় সুরক্ষার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তির অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। এক্ষেত্রে একাধিক ব্যক্তিগত গ্যারান্টি বাধ্যতামূলক নয়।

৬.২ সামাজিক গ্যারান্টি:

সামাজিক গ্যারান্টি বলতে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ঋণগ্রহিতার মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আওতায় গৃহিত ঋণের আদায় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য সামাজিক কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অঙ্গীকারনামাকে বোঝাবে। যেমন: কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহিত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট চেম্বার/এসোসিয়েশন/ব্যবসায়ী সংগঠন/সিএমএসএমই বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারনামার বিষয়টিকে সামাজিক জামানত হিসেবে গণ্য করা যাবে।

৬.৩ গ্রুপ গ্যারান্টি:

গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সদস্য কর্তৃক গৃহিত ঋণের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট গ্রুপ কর্তৃক সামষ্টিকভাবে প্রদত্ত গ্যারান্টিকে গ্রুপ জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রুপের কোন সদস্য খেলাপি হলে পুরো গ্রুপকে খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

৭। সহায়ক জামানত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদান:

পুরুষ উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা এবং নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সর্বোচ্চ ৩,৫০,০০০/-(তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ ব্যতীত সিএমএসএমই খাতে ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় সহায়ক জামানত গ্রহণ করতে হবে। সহায়ক জামানত গ্রহণপূর্বক ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৮। নারী উদ্যোগে অর্থায়ন:

সিএমএসএমই খাতে অর্থায়ন কর্মসূচির আওতায় দেশের শিল্প উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং তাঁদের ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ বিতরণে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ আবেদনপত্রসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করতে হবে।

৮.১ Women Entrepreneurs' Dedicated Desk:

ব্যাংকের সকল শাখায় স্থাপনকৃত স্বতন্ত্র Women Entrepreneurs' Dedicated Desk চালু রাখতে হবে। সেখানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত জনবল (সম্ভব হলে নারী কর্মকর্তা) নিয়োগদানপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮.২ Women Entrepreneurs' Development Unit:

প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয়/জোনাল কার্যালয়ের Women Entrepreneurs' Development Unit (নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট) ত্রৈমাসিকভিত্তিতে বিভাগ/জোন/শাখা পর্যায়ের Women Entrepreneurs' Dedicated Desk/Development Unit সমূহের কার্যক্রম মনিটর করবে। নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিটে নারী কর্মকর্তা নিয়োজিত করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮.৩ নতুন নারী উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণ, প্রশিক্ষণ প্রদান ও অর্থায়ন:

প্রতিটি শাখা তার আওতাধীন এলাকায় প্রতি বছর ন্যূনতম ০৩ (তিন) জন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহী নারী উদ্যোক্তা (যারা ইতোপূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেননি) খুঁজে বের করে সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয়ে তালিকা প্রেরণ করবে। জোনাল কার্যালয় তা একীভূত করে প্রধান কার্যালয়ের ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর Women Entrepreneurs' Development Unit বরাবর প্রেরণ করবে। প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট এ সকল উদ্যোক্তাকে জোনাল/বিভাগীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এদের প্রতি ০৩ (তিন) জনের মধ্যে ন্যূনতম ০১ (এক) জনকে ঋণ সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(চলমান পাতা-৬)

৯। শিডিউল অব চার্জেস, ঋণের সুদ হার ও অন্যান্য বিষয়:

৯.১ সিএমএসএমই ঋণের শিডিউল অব চার্জেস এবং সুদ হার বিষয়ে ব্যাংক কৃর্তক জারীকৃত এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

৯.২ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের সুদহার গ্রাহক পর্যায়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে।

৯.৩ প্রতিটি ব্যবসার প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের জন্য যথাযথ গ্রেস পিরিয়ডের সুবিধা প্রদান করা যাবে। কুটির, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের চাহিদা পূরণে চলমান ঋণ মঞ্জুরি অব্যাহত রাখার এবং ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে মেয়াদী ঋণের (০১ বছর হতে সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত) ক্ষেত্রে ০৩ (তিন) মাস হতে ০৬ (ছয়) মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যাবে।

১০। ঋণ নবায়ন/পুনঃপ্রদান/পুনঃতফসিল:

এ সার্কুলারে উল্লেখিত নির্দেশনাসমূহ ছাড়াও সিএমএসএমই খাতের আওতায় চলতি পুঁজি/প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি/নবায়ন/পুনঃপ্রদান/ পুনঃতফসিলের ক্ষেত্রে ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহে বর্ণিত নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

১১। ঋণ তত্ত্বাবধান:

সিএমএসএমই খাতের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ যেন কোনক্রমেই খেলাপিতে পরিণত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপক ও জোনাল ব্যবস্থাপকগণ সর্বদা সতর্ক থাকবেন। শাখা ব্যবস্থাপকগণ এ খাতের আওতায় সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিটি ঋণগ্রহিতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করবেন এবং জোনাল ব্যবস্থাপকগণ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্ব স্ব জোনের আওতাধীন ঋণগ্রহিতাদের প্রকল্প/ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করবেন। এছাড়াও জোনাল ব্যবস্থাপকগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহ যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপককে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করবেন।

১২। আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ:

ঋণের অর্থ পরিশোধ না করায় সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবটি খেলাপিতে পরিণত হলে এবং ঋণ আদায়ের সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও ঋণ আদায় সম্ভব না হলে ব্যাংক বিধি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহিতার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে।

১৩। সিএমএসএমই ডাটাবেজ:

ঋণ বিতরণকারী প্রতিটি শাখা নিজ নিজ সিএমএসএমই ডাটাবেজ গড়ে তুলবে। ডাটাবেজে ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারহেল্ডারদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক তথ্য, সঞ্চয় ও ঋণ বিষয়ক তথ্য এবং ব্যবসায়িক সাফল্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এ ডাটাবেজ ব্যাংকের নিজস্ব কোর ব্যাংকিং সফ্টওয়্যারের সাথে সমন্বিত থাকতে হবে।

১৪। তথ্য ও উপাত্ত দাখিল:

১৪.১ শাখা সিএমএসএমই খাতে ঋণ বিতরণের প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রাসহ ঋণ সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্ত সংযোজিত ছক অনুযায়ী (সংযোজনী-৪,৫,৬,৭ ও ৮), কৃষিভিত্তিক শিল্পের তালিকা (সংযোজনী-১১) মোতাবেক এতদসংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-৯), শিল্প ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-১০) এবং সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ সংক্রান্ত বিবরণী (সংযোজনী-১২) যথাযথভাবে ত্রৈমাসিক/বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ের (ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১০ কার্যদিবস এবং বাৎসরিক বিবরণী প্রতি বছরান্তে পরবর্তী মাসের ১০ কার্যদিবস) মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট জোনাল কার্যালয় উল্লিখিত বিবরণীসমূহ নির্ধারিত সময়ের (ত্রৈমাসিক বিবরণী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১৫ কার্যদিবস এবং বার্ষিক বিবরণী প্রতি বছরান্তে পরবর্তী মাসের ১৫ কার্যদিবস) মধ্যে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এ প্রেরণ করবে।

১৪.২ কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা প্রদান করা হলে সিএমএসএমই অর্থায়নে সে তথ্য রির্পোটযোগ্য হবে না। তবে, কোন একটি উদ্যোগের অনুকূলে প্রদত্ত নন-ফান্ডেড ঋণ সুবিধা ফান্ডেড সুবিধায় রূপান্তরিত হলে তা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের ০২ নং ক্রমিকে বর্ণিত শিল্প উদ্যোগ ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ধরণ নির্ণয়ের মানদন্ড ও ঋণের সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণযোগ্য হবে।

১৪.৩ ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত তথ্য ও উপাত্তের সঠিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কর্মকর্তাগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণগ্রহিতা/ঋণগ্রহিতা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংশ্লিষ্ট ঋণ নথি/দলিলাদি নিরীক্ষাসহ প্রয়োজনে সরেজমিনে পরিদর্শন করতে পারেন। বিধায় সিএমএসএমই ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিকভিত্তিতে হালনাগাদ রাখতে হবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক/প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা অনুসারে এতদসংক্রান্ত তথ্য/উপাত্ত সরবরাহ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৭)

১৫। বিশেষ নির্দেশনা:

ক. এ সার্কুলারের শর্ত/নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক সিএমএসএমই খাতে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

খ. ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

গ. সিএমএসএমই খাতে বিতরণকৃত ঋণের অর্থে-সৃষ্ট সম্পদ ব্যাংকের নিকট হাইপোথিকেশন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের অন্যান্য নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। একইসাথে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনাবলী বাতিল মর্মে বিবেচিত হবে। এ বিষয়ে কোন ব্যাখ্যা/স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১ এর সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

অনুমোদনক্রমে-

১৩.০৯.২০২০
(শওকত শহীদুল ইসলাম)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
(বিভাগীয় দায়িত্বে)

সূত্র নং- প্রকা/ঋণওঅবি-১/২৯(CMSME)/২০২০-২০২১/২৪৬(৪৫৪) তারিখ: ১৩.০৯.২০২০

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরিত হলো:

০১। স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০২। স্টাফ অফিসার, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৪। মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, রাকাব, বিভাগীয় কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৫। সকল উপ-মহাব্যবস্থাপক, সচিব, বিভাগীয়/ইউনিট/সেল প্রধান, রাকাব, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাকাব, বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, রাজশাহী/রংপুর।
০৭। অধ্যক্ষ, রাকাব, প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী।
০৮। সকল জোনাল ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
০৯। সকল জোনাল নিরীক্ষা কর্মকর্তা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১০। প্রকল্প পরিচালক, এসইসিপি, সিপিও, উপশহর, রাজশাহী।
১১। সহকারী মহাব্যবস্থাপক, রাকাব, ঢাকা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা/স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়, রাজশাহী।
১২। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক।
১৩। অফিস নথি/মহানথি।

১৩.০৯.২০২০
(শাহনেওয়াজ ছাররে মাহমুদ)
মুখ্য কর্মকর্তা